ত্যাগ ও স্মৃতিচারণের দিন

বিস্তারিত প্রথম পৃষ্ঠায়

স্থানীয় (বাংলাদেশী) জনগোষ্ঠীর মতামত: বেকারত্ব, কমতে থাকা সহায়-সংস্থান এবং রোহিঙ্গাদের বেআইনি কাজকর্ম

বিস্তারিত দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মতামত: ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাটের অবস্থা ও পথ সুরক্ষা এবং স্মার্ট কার্ড বনাম এনভিসি কার্ড

বিস্তারিত তৃতীয় পৃষ্ঠায়

যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ৯ × বুধবার, ১৫ অগাস্ট ২০১৮

ত্যাগ ও স্মৃতিচারণের দিন

আগস্টের শেষে* সারা বিশ্বের মুসলমানরা তাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব ঈদ-উল-আযহা পালন করবে। এটি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়, তারা এটিকে ডোর ঈদ (বড় ঈদ) বলে। দুঃখের বিষয় যে, এই দিনটি ক্যাম্পে পালন করা কষ্টসাধ্য হবে।

ঈদ-উল-আযহা (ত্যাগের উৎসব) নবী ইব্রাহীম আল্লাহর ইচ্ছা পূরণের জন্য যে কোরবানি দিয়েছিলেন তা উদযাপন করার জন্য পালন করা হয়। এই উৎসবে যাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে তারা গরু, ছাগল, ভেড়া কোরবানি দিয়ে তার মাংস আত্মীয় পরিজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের মাঝে বিতরণ করেন। এই উৎসবের ধর্মীয় রীতি হিসেবে বহু মানুষ একসাথে নামাজ পড়েন (জামাত) এবং মৃতদের স্মরণ করতে গোরস্থানে যান (যিয়ারত)। এই সময় মক্কা ও মদিনায় হজ্জ পালনের জন্যেও যাওয়া হয়।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এই উৎসবকে ডোর ঈদ (বড় ঈদ) বলে এবং সেই অনুযায়ী এটি ঈদ-উল-ফিতর থেকেও আরও বেশি জাঁকজমকের সাথে পালন করে থাকে। রাখাইনে সনাতন রীতি অনুসারে রোহিঙ্গারা তাদের নিজেদের পালন করা বড় ষাঁড় ও মহিষ কোরবানি দিতেন। এই উৎসবে মানুষ রান্না করা ও কাঁচা গোশত ও আটার রুটি নিয়ে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সাথে দেখা করতে যান (রুটি ফিড়েই)।

ক্যাম্প ম্যানেজারদের প্রস্তুত থাকতে হবে

নতুন আসা রোহিঙ্গারা হতাশার সাথে মেনে নিয়েছে যে এই ঈদে তারা হয়ত রীতি অনুসারে কোরবানি দিতে পারবে না। তারা ত্রাণে কোনো প্রকার পশুর গোশত পেতে চায় না।

নিবন্ধিত রোহিঙ্গাদের মধ্যে অল্প কিছু মানুষের পশু কেনার সামর্থ্য রয়েছে। তারা ধর্মীয় প্রথা অনুসারে পশু কুরবানী দেবে। তাই ক্যাম্প ম্যানেজারদের পশু কোরবানির জায়গা ঠিক করে দিতে হবে এবং জনগোষ্ঠীকে সেই জায়গাগুলো সম্বন্ধে জানাতে হবে।

কুরবানী করা পশু, তার রক্ত ইত্যাদি ঠিকমতো পরিষ্কারের ব্যবস্থা না করলে তা বর্ষার বৃষ্টি ও কাদার সাথে মিশে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করতে পারে। কাঁচা গোশত মজুদ করে রাখার কোনও ব্যবস্থা নেই তাই এখন থেকেই জনগোষ্ঠীর মানুষদের খাবার দূষিত হওয়ার ব্যাপারে মনে করিয়ে দেওয়া এবং পশুর বেঁচে যাওয়া সমস্ত অংশ সঠিকভাবে ফেলার উপায় সম্পর্কে জানিয়ে রাখা ভালো।

* *বাংলাদেশে ২২ আগস্ট ঈদ উৎযাপন করা হবে।*

ঈদ মানুষকে তাদের পুরনো কথা আর আতঙ্ক মনে করিয়ে দিতে পারে

কোরবানীর ঈদে রোহিঙ্গাদের মায়ানমার থেকে পালিয়ে আসার এক বছর পূর্ণ হবে। ক্ষয়ক্ষতি আর নৃশংস অত্যাচারের স্মৃতি এখনও রোহিঙ্গাদের মনে জ্বলজ্বল করছে কারণ তাদের আগের বছর এই সময়ে যখন তারা পালিয়েছিলেন, তখন তাদের অনেকেই কোরবানি দিচ্ছিলেন বা পরিবারের জন্য রান্না করছিলেন।

> “আমরা শুনেছি কুরবানের [ঈদুল আযহার আরেকটি নাম] পর ওরা আমাদের বার্মায় ফেরত পাঠিয়ে দিবে। আমরা ফেরত যাব না। ওরা আমাদের ছেলে, নাতি-নাতনি, এমনকি তাদের ছেলেমেয়েদেরও মেরে ফেলেছে, গর্ভবতী মেয়েদের মেরে ফেলেছে, আমাদের ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে, মগেরা আমাদের গরু-ছাগল সব নিয়ে গেছে, আমরা ফেরত যাব না। আমাদের রোহিঙ্গা হিসাবে তাদের স্বীকৃতি দিতে হবে, নয়তো আমরা ফিরে যাব না।"
>
> - মহিলা, ক্যাম্প ৩

অন্যান্য মুসলিম ছুটিগুলোর মতই, কুরবানির ঈদের (ঈদুল আযহা) সঠিক দিন চাঁদের চক্রের উপর নির্ভর করে। এবছর এটা ২২শে আগস্ট ২০১৮ তারিখে পালিত হবে।

ঈদের বাংলা পরিভাষা	ঈদের রোহিঙ্গা পরিভাষা
কুরবানির পশু	কুরবাইন্না জানোয়ার
কাঁচা গোশত	আরাইন্ধা গুস্ত
রান্না গোশত	রাইন্ধা গুস্ত
পচা গোশত	হরাফ অই'গেয়েধে গুস্ত
রক্ত	লো
কুরবানি	হুরবান গরন
পরিচ্ছন্ন	সাত সুতারা
পোঁতা	গারোন
ময়লার ঝুড়ি	সাতার বালতি
গরু	গরু
ছাগল	সাউল
মোষ	মুইশ
বর্ষাকালের বৃষ্টি	বারিশা
কাদা	ফুট

স্থানীয় (বাংলাদেশী) জনগোষ্ঠীর মতামত:

বেকারত্ব, সহায়-সংস্থান কমতে থাকা এবং রোহিঙ্গাদের মধ্যে বেআইনি আচরণ

২৮ জুলাই ২০১৮ তারিখে শোরপাড়া দাখিল মাদ্রাসায় রেকর্ড করা আলোচনামূলক অনুষ্ঠান বেতার সংলাপে স্থানীয় বাংলাদেশী শ্রোতাদের থেকে সংগ্রহ করা মতামত। অনুষ্ঠান চলাকালীন স্থানীয় (বাংলাদেশী) জনগোষ্ঠীর শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নগুলো থেকে এই আশঙ্কার কথা উঠে আসে।

মোট মতামত		
৮৫	৩২	৫৩

বেকারত্বের সমস্যাকে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বারবার তুলে ধরেছে - এবং আবারো এই মাসের বেতার সংলাপ অনুষ্ঠানে এই নিয়ে আশংকা প্রকাশিত হয়েছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠী মনে করেন যে রোহিঙ্গারা স্থানীয় মানুষদের থেকে কম টাকায় দিন মজুরের কাজ করে, যার জন্যে বাজারে এই ধরনের কাজের মজুরি কমে গেছে। আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীর মতে এর ফলে তাদের খাবার ও অন্যান্য জরুরি জিনিসপত্র কেনার ক্ষমতাও কমে গেছে।

> “রোহিঙ্গাদের আসার ফলে, লোকেরা বেকার হয়ে পড়েছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বাচ্চারা যথেষ্ট খাবার পাচ্ছে না, কারণ আমাদের রোজগার কমে গেছে। এই ভাবে যদি চলতে থাকে, তাহলে আমাদের পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে।"
>
> - গৃহবধূ, ৩০

জেলেরাও একই রকম অবস্থার কথা বলেছেন। তারা বলেছেন রোহিঙ্গারা কম দামে মাছ বিক্রি করছেন, সেই কারণে স্থানীয় বাজারে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।

> "জেলেরা সমুদ্র থেকে যে ছোট মাছ ধরত তার জন্য ৫০০-৭০০ টাকা [এক কেজি] রোজগার করত। কিন্তু এখন, রোহিঙ্গা লোকেরা একই মাছ কম দামে বিক্রি করছে, যা জেলেদের [স্থানীয় জনগোষ্ঠীর] পক্ষে টাকা রোজগার করা কঠিন করে তুলেছে।"
>
> - জেলে, ২২

স্থানীয় জনগোষ্ঠী আগেও ছাত্রছাত্রীদের ত্রাণ সংস্থায় কাজ নেওয়ার সমস্যা তুলে ধরেছিল, তারা তাদের পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার বদলে পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করার জন্য এই কাজ করছে। এই মাসের অনুষ্ঠানে, স্থানীয় জনগোষ্ঠী নির্দিষ্টভাবে যে বিষয়টা তুলে ধরেছে তা হল তাদের মনে হচ্ছে স্থানীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর চাপ বেড়ে গেছে। তারা মনে করছেন যে কর্মীর সংখ্যা কম থাকার সমস্যায় যোগ হয়েছে রোহিঙ্গা মানুষদের হাসপাতালে খুব বেশী প্রাধান্য দেওয়া। আর ক্যাম্পগুলোতে পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতার অভাবে রোহিঙ্গা মানুষদের রোগভোগও হচ্ছে বেশি।

> "রোহিঙ্গা মানুষরা স্থানীয় মানুষদের তুলনায় ডাক্তারদের কাছ থেকে আরও বেশী সাহায্য এবং সুবিধা পাচ্ছে।"
>
> - গৃহবধূ, ৪৫

আরেকটা যে বড় আশংকা আলোচনার সময় উঠে এসেছে তা হল স্থানীয় মানুষের মনে হচ্ছে যে রোহিঙ্গাদের মধ্যে বেআইনি মোবাইল ফোনের ব্যবহার বেড়ে গেছে। যদিও সরকার থেকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মোবাইল ফোনের ব্যবহারকে আইনানুগ ঘোষণা করা হয়নি, মানুষজন বলছেন যে স্থানীয় দোকানের মালিকরা বেশী দামে রোহিঙ্গাদের সিম কার্ড বিক্রি করছে, যার ফলে অনেক রোহিঙ্গাই মোবাইল ফোন ব্যবহার করছেন। এই মাসের বেতার সংলাপ অনুষ্ঠান থেকে মনে হয়েছে যে এই বিষয়টা বেআইনি হওয়ার কারণে জনগোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা তৈরি করছে। রেকর্ডিং-এর সময়ে স্থানীয় মানুষজনের মন্তব্যে এটাও ধরা পড়েছে যে তাদের ধারণা রোহিঙ্গারা বেআইনি কাজকর্ম করছেন।

> "রোহিঙ্গাদের আসার কারণে যানজট আর জিনিসপত্রের বাজার দর বেড়ে গেছে। শুধু এটাই না, স্থানীয় মানুষদের বাগান থেকেও রোহিঙ্গারা শাকসবজি চুরি করছে।"
>
> - গৃহবধূ, ৩০

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মতামত:

ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাটের অবস্থা ও পথ সুরক্ষা এবং স্মার্ট কার্ড বনাম এনভিসি কার্ড

এই বিশ্লেষণটি ইন্টারনিউজের ১৯ জন কমিউনিটি প্রতিনিধি এবং একজন ফিডব্যাক ম্যানেজারের প্রতিদিন ই.টি.সি কানেক্ট অ্যাপ ব্যবহার করে সংগ্রহ করা মতামত এবং আই.ও.এম-এর সংগ্রহ করা তথ্যের ভিত্তিতে করা হয়েছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ আশংকা এবং প্রশ্নগুলো তুলে ধরার জন্য মোট ১২৪৭টি কথোপকথন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইন্টারনিউজের মতামতগুলি রোহিঙ্গা, বর্মী এবং চাটগাঁইয়া ভাষায় সংগ্রহ করা হয়েছে এবং আই.ও.এম-এর মতামতগুলি ইংরাজি ভাষায় লিখে নেওয়া হয়েছে।

ইন্টারনিউজ

২০ জুন থেকে ১৮ জুলাই ২০১৮

মোট মতামত		
৮২০	৪৯২	৩২৮

আই.ও.এম

০৩ জুন - ২১ জুন, ২০১৮

মোট মতামত		
৪২৭	৩০৯	১১৮

ঘরবাড়ি

> "বর্ষার মৌসুমের জন্য আমরা কিছুই পাই নি। যখন বৃষ্টি হয়, আমাদের ঘরের ছাদ দিয়ে পানি পড়ে। আমাদের খুব তাড়াতাড়ি বাঁশ, দড়ি, ত্রিপল, সেইসাথে একটি চুলা প্রয়োজন [...]"
>
> - মহিলা, ৪১, ক্যাম্প ১ পশ্চিম

> "বর্ষার মৌসুমের প্রস্তুতির জন্যে, আমরা কিছু বাঁশ যোগাড় করেছি। আমার ঘরের চাল দুই টুকরো তেরপল দিয়ে বানানো; কিন্তু সেগুলো ছিঁড়ে গেছে আর অনেক জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে। চাল মেরামত করার জন্য আমার তিন টুকরো তেরপল দরকার। "
>
> - মহিলা, ৩৫, ক্যাম্প ১ পশ্চিম

মার্চ মাস থেকেই জনগোষ্ঠীর মতামতে ঘর নিয়ে সমস্যা ক্রমাগত উঠে এসেছে। তবে গত পাঁচ সপ্তাহে ঘর বানানোর জিনিসপত্রের জন্য অনুরোধ বেড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। জনগোষ্ঠীর কিছু মানুষ মনে করছেন যে ভারী বৃষ্টিপাত এবং ভূমি ক্ষয়ের কারণে, অনেক ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সেগুলো আরও মজবুত বা নতুন করে তৈরি করা প্রয়োজন। তাই বাঁশ, ত্রিপল, কাঠ এবং দড়ির জন্য অনেক অনুরোধ আসছে।

রাস্তাঘাটের অবস্থা এবং পথ সুরক্ষা

> কোনও রাস্তাঘাট না থাকায় আমাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে। আর এখানে কোনও নর্দমাও নেই। আমরা যখন বাইরে যাই আর বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাই, তখন এই কারণে আমাদের খুব অসুবিধা হয় [...]। মায়ানমার থেকে আসার পর থেকে আমরা যেখানে থাকছি সেই জায়গাটা খুব নোংরা; আমাদের বাচ্চারা কষ্ট পাচ্ছে। আমরা খুব চিন্তায় আছি।"
>
> - মহিলা, ৪১, ক্যাম্প ১ পশ্চিম

> আমাদের ব্লকের রাস্তাগুলোতে কোনও আলো নেই। আমাদের রাতে যাতায়াত করতে খুব অসুবিধা হয়। রাতে ল্যাট্রিন যাওয়াটা খুবই কষ্টকর; রাতে আমরা পানি নিতে যেতে পারিনা; রাতে আমরা নামাজ পড়তে যেতে পারিনা; আমাদের বাচ্চারা রাতে ঘুরে বেড়াতে পারেনা; মাঝিরা আমাদের ব্লকে রাস্তার আলোর ব্যবস্থা করে দিলে খুব ভালো হয়"
>
> - পুরুষ, ৩৩, ক্যাম্প ২ পূর্ব

> আমরা শুনেছি যে একটা [সংস্থার] গাড়ি একটা ছেলেকে ধাক্কা মেরেছে আর সে মারা গেছে। [...] এটা কুতুপালং এলাকার লাম্বাশিয়া বাজারের কাছে ঘটেছে। বাচ্চারা রাস্তার কাছে খেলা করছিল, তখন এই ঘটনা ঘটে। [...]"
>
> - মহিলা, ৩১, ক্যাম্প ১ পশ্চিম

পথ সুরক্ষার ক্ষেত্রে দুটো মূল বিষয় উঠে এসেছে: রাস্তা এবং সিঁড়ির সংখ্যা বাড়ানো ও সেগুলো আরও ভালো করার অনুরোধ এবং পথ সুরক্ষা। এই বিষয়গুলো আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীও তুলে ধরেছে (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন) প্রথমত, ভালো রাস্তা এবং রাস্তার আলোর জন্য বহু মানুষ অনুরোধ জানিয়েছেন। জনগোষ্ঠীর কিছু মানুষ জানিয়েছেন যে ভালো রাস্তাঘাট না থাকার কারণে, বিশেষত পাহাড়ি এলাকার ক্যাম্পগুলোতে ত্রাণ এবং পানি সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে উঠেছে, আর তার চেয়েও কঠিন হয়ে উঠেছে জরুরি অবস্থায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া। গর্ভবতী মহিলাদের রাতে হাসপাতাল যেতে হলে কি কি বাধা পেরোতে হয় সেগুলো উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। কিছু মানুষ এই সমস্যার মোকাবেলা করার জন্য আরও মজবুত সিঁড়ি তৈরি করার পরামর্শ দিয়েছেন। সেই সাথে জনগোষ্ঠীর কিছু সদস্য বর্ষায় ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে যে রাস্তাঘাটগুলো রয়েছে সেগুলোও চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠবে, এই আশংকা জানিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, যেসব রাস্তাঘাট রয়েছে সেগুলো বাচ্চাদের জন্য নিরাপদ নয় বলে মনে করা হচ্ছে কারণ সেগুলোর কোনও ফুটপাথ নেই আর গাড়িও খুব জোরে চলাচল করে। জনগোষ্ঠীর মানুষ বেড়া দেওয়া এবং ঘরবাড়ি সড়ক থেকে দূরে তৈরি করার পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়াও তারা অনুরোধ করেছেন যাতে রাস্তাঘাট থেকে দূরে বাচ্চাদের নিরাপদে খেলার জন্য জায়গা বাড়ানো হয়।

ন্যাশনাল ভেরিফিকেশন কার্ড বনাম স্মার্টকার্ড

> আমরা শুনেছি যে ওরা আমাদের স্মার্ট কার্ড দেবে, আমার মনে হয় না আমরা সেগুলো নেব। ওটাতে 'রোহিঙ্গা' [কার্ডে] লিখতে হবে, যদি বাঙালি লেখে তাহলে আমরা একেবারেই পছন্দ করব না। আপনারা যদি চান আমরা শান্তিতে বসবাস করি, তাহলে আপনাদের এই স্মার্টকার্ড বিতরণ করা নিয়ে তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। কারণ আমরা স্মার্ট কার্ড নিলে আমাদের সমস্যা বাড়বে, তাই আমরা স্মার্ট কার্ড নেব না।"
>
> - পুরুষ, ক্যাম্প ৩

> আমি শুনেছি যে ক্যাম্পগুলোতে যে কার্ডগুলো বিতরণ করা হচ্ছে তা সেই একই কার্ড যা মায়ানমার সরকার আমাদের দিতে চেয়েছিল। কিন্তু মায়ানমারে যেটা দেয়া হয়েছিল সেটাকে এনভিসি কার্ড বলা হত। কিন্তু এখানে যেটা দিচ্ছে, ওরা বলছে সেটা নাকি এনভিসি কার্ড নয়। এছাড়াও, যদি এটা আমাদের কোনো কাজে না আসে, তাহলে কেন নিতে যাব? আমরা পুরানো শরণার্থী তবুও ওরা বলছে যে আমাদের ওটা নিতে হবে। যদি সরকার [বাংলাদেশ] আমাদের [কার্ড না নিলে] চাল দিতে না চায়, তাহলে আমাদের চাল চাই না; কিন্তু আমরা কার্ড নেবো না। [...]"
>
> - পুরুষ, ক্যাম্প ২ পূর্ব

যাচাই করার প্রক্রিয়া এবং ইউ.এন.এইচ.সি.আর-এর দেওয়া নতুন স্মার্ট কার্ড নিয়ে প্রচুর বিভ্রান্তি রয়েছে। জনগোষ্ঠীর কিছু মানুষের মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে যে এই কার্ড মায়ানমারের সরকার দিচ্ছে কারণ এটা দেখতে অনেকটাই ন্যাশনাল ভেরিফিকেশন কার্ডের (এনভিসি) মতো। জনগোষ্ঠীর মানুষ অনুরোধ জানাচ্ছেন যাতে ওই কার্ডে পরিচয় 'রোহিঙ্গা' লেখা হয় কারণ তারা ভয় পাচ্ছেন যে রোহিঙ্গা হিসেবে তাদের আইনি মর্যাদাকে স্বীকৃতি না দিয়ে তাদের উপর বাংলাদেশীর তকমা লাগিয়ে দেওয়া হবে।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন, ইন্টারনিউজ এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিতভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলি সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলিকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলির চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটি আই.ও.এম, জাতিসংঘ অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় সম্পন্ন করা হচ্ছে এবং এটির জন্য অর্থ সংস্থান করেছে ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

'*যা জানা জরুরি*' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।